কলকাতায় 'ক্যালকাটা সোশ্যাল প্রোজেক্ট'-এ প্রাইমারি স্কুল বিল্ডিংয়ে রূপান্তর ঘটাল উজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার: পরিণাম ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সহযোগিতায় উজ্জীবন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস শিশুদের স্কুলের ভবনকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কার করে ব্যবহারের জন্য তুলে দিল। এই স্কুল ভবনটি গড়িয়াহাটের কাছে 'ক্যালকাটা সোশ্যাল প্রোজেক্ট' (সিএসপি)-এর অন্তর্গত একটি সরকার পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। এই স্কুলে রয়েছে বস্তিবাসী ছেলে-মেয়েদের ফ্রি কম্পিউটার শিক্ষার জন্য ভবন। এই উদ্যোগটি উজ্জীবন সার্ভিসেস লিমিটেডের কমিউনিটি কানেক্ট কর্মসূচি, উজ্জীবন ছোটে কদম-এর একটি অংশ।

ফ্রি প্রাইমারি স্কুলটিতে প্রায় ১৫০ জন ৪-১১ বছর বয়সি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই পার্শ্ববর্তী বস্তি ও ফুটপাথবাসী এবং ভ্রাম্যমান গৃহ পরিচারিকাদের সন্তান। এই স্কুলটি প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল ও সর্ব শিক্ষা মিশন-এর দ্বারা চিহ্নিত ২৫টি মডেল স্কুলের অন্যতম। এই প্রোজেক্টের লক্ষ্য হল-দরিদ্রতম পরিবারগুলি থেকে আসা, বিশেষ করে বস্তি ও ফুটপাথবাসীদের সন্তানদের প্রথাগত স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার স্কুলগুলি থেকে ড্রপ-আউটকে কমানো। এটি এমন একটি উদ্যোগ, যার মাধ্যমে দরিদ্রতম পরিবারের সন্তানদের মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থাকা প্রতিভা বিকাশের জন্য উৎসাহ দানের মাধ্যমে। স্কুল ভবনের এই রূপান্তর সার্বিকভাবে স্কুলের পরিকাঠামোকে উন্নত করার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে।

উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমিত ঘোষ বলেন, আমরা গত ২০০৬ সালে এই কমিউনিটি কানেক্ট প্রোগ্রাম শুরু করেছিলাম। ওই বছরই উজ্জীবন লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছিল। আমরা তখন ভেবেছিলাম যে সমাজকে আমাদেরও কিছু ফিরিয়ে দেবার রয়েছে, যার মাধ্যমে সমাজের চাহিদা পূরণ করে ঘাটানো যেতে পারে। তখন আমরা এই প্রাজেক্ট নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করি, যার মাধ্যমে একেবারে সরাসরি সমাজের চাহিদা পূরণ করা যায়। আমরা উজ্জীবনের পক্ষ থেকে সমাজের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে একেবারে বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থ পূরণের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ করছি। এই ভাবনা ও বিশ্বাস আমাদের ব্যবসার দর্শনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রোজেক্টের মাধ্যমে আমরা এই স্কুল ভবনটিকে সংস্কার করে নতুন রূপে তৈরি করে দিয়েছি। এর ফলে দরিদ্রতম পরিবারের সন্তানদের স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যবধান রয়েছে, সেই ব্যবধান ঘোচানো সম্ভব হবে।'

পরিণাম ফাউন্ডেশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মল্লিকা ঘোষ বলেন, 'এই প্রোজেক্টকে রূপায়ণে অনুমতি দেবার জন্য আমরা ক্যালকাটা সোশ্যাল প্রোজেক্ট-এর প্রতি কৃতজ্ঞ। এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে এবার ছাত্র-ছাত্রীরা আরও ভাল শিক্ষার পরিকাঠামো, স্যানিটেশন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা'র মাধ্যমে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। উজ্জীবনের সঙ্গে আমরা এবার এই ধরনের কর্মসূচি নেব সারা দেশে। এতে সারা দেশের সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারবে এবং সার্বিকভাবে এর প্রভাব পড়বে আমাদের সমাজে। আমরা বিশ্বাস করি যে, বর্তমানে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ধরনের ঘাটতি বা সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যা পূরণের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগটি একটি প্রথম পদক্ষেপ। এর মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আরও ভাল পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা এনে দেওয়া সম্ভব হবে।'

ক্যালকাটা সোশ্যাল প্রোজেক্ট-এর প্রেসিডেন্ট অর্জুন দত্ত বলেন, 'গত চার দশক ধরে বস্তি ও পথ শিশুদের জন্য কাজ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা আমরা পেয়েছি, তাতে একটা বিষয় উঠে এসেছে যে ক্যালকাটা সোশ্যাল প্রোজেক্ট বুঝতে পেরেছে, উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা যদি পায় তবে বস্তি ও পথ শিশুদের মধ্যে থাকা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়। শিক্ষার সুযোগ পেলে সহায়-সম্বলহীন পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে থেকে কৃতিরা উঠে আসতে পারে। উজ্জীবন এবং পরিণাম সিএসপি'র অন্তর্গত দরিদ্রতম পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য এই উপহার তুলে দিয়েছে, যেখানে ছেলে-মেয়েরা আধুনিক ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। সুন্দরভাবে সংস্কার হওয়া 'গার্ডেন ফর চিলড্রেন' এখন অনেক মজাদার উপকরণ নিয়ে উপস্থিত। এহেন ভবনে এখন থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।'

শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে বণিকসভা আইসিসি'র অনুষ্ঠানে সাংসদ শশী থারুরসহ অন্যান্যরা।

দেশের ১০০টি জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগুলিকে সহায়তা

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার (দোসরা নভেম্বরে) নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানে দেশের ১০০টি জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগুলিকে সহায়তা ও সুবিধা প্রদানে ১০০ দিনের এক কর্মসূচির সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থ তথা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী অরুণ জেটলি এবং কেন্দ্রীয় অতিক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ প্রতিমন্ত্রী গিরিরাজ সিং সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচির সূচনা উপলক্ষে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলিকে ঋণ সহায়তা, বিপণনের সুবিধা, এ ধরনের শিল্পোদ্যোগুলির সার্বিক বিকাশে সহায়তা দানের কথা ঘোষণা করা হয়। দেশের ১০০টি জেলায় ১০০ দিন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগুলিকে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে শিল্পোদ্যোগীদের সচেতন করে তুলতে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেশের ওই জেলাগুলিতে সফর করবেন।

কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকায় এই ক্ষেত্রটির সার্বিক বিকাশ ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকায় এই ক্ষেত্রটির সার্বিক বিকাশ ও অগ্রগতিতে সহায়তা ও সুবিধা প্রদানে ১০০ দিনের এই কর্মসূচিটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশের অর্থনীতির সার্বিক বিকাশেও এই কর্মসূচিটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান যোগাবে।

মিজোরামে ভারত-জাপান সেনা মহড়া 'ধর্ম গার্জেন'

স্টাফ রিপোর্টার: ভারত ও জাপানের সেনাবাহিনীর যৌথ সেনা মহড়া- 'ধর্ম' গার্জেন' ২০১৮ মিজোরামের ভাইরেঙ্গটে-তে বৃহস্পতিবার (১ নভেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে। ভাইরেঙ্গটের কাউন্টার ইনসারজেন্সিও জঙ্গল ওয়ারফেয়ার স্কুলে এই মহড়া চলছে। জাপান থেকে ৩২ নম্বর ইনফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়ান ও ভারতের পক্ষ থেকে ৬/১ গোর্খা রাইফেল্স রেজিমেন্টের একটি প্ল্যাটুন সৈনিকরা এই দু-দেশীয় যৌথ মহড়ায় অংশ নিচ্ছেন।

১৪ দিনের এই সেনা মহড়া এইপ্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দু-দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং দক্ষতা তৈরি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্যই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। যৌথ মহড়ায় শিক্ষা কক্ষের ভেতর এবং বাইরেও প্রশিক্ষণের কর্মসূচি থাকবে, যাতে সারা বিশ্বে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এছাড়া, এই মহড়ায় যে কোনও যৌথ অভিযানে সাফল্য অর্জনের জন্য দু-দেশের বাহিনীর মধ্যে মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষমতা অর্জনের ওপরও জোর দেওয়া হবে।

শহরাঞ্চলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যেসব বিপদ দেখা দিতে পারে, সেগুলি মোকাবিলার জন্য দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনেও দু-দেশের সেনাবাহিনী যৌথভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। এরফলে, জাপান ও ভারতের সেনাবাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মানবোধ বৃদ্ধি পাবে।

দেওয়ালি উপলক্ষ্যে ভোজন রসিকদের জন্য পার্ক স্ট্রিটের 'জিটি রুটের' মাংসের তৈরি পেশ্যাল মেনু।

রেল মন্ত্রক অসংরক্ষিত টিকিট কাটার ব্যবস্থা চালু করেছে

স্টাফ রিপোর্টার: রেল মন্ত্রক মোবাইলের মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট কাটার একটি সর্বভারতীয় ব্যবস্থা চালু করেছে। ডিজিটাল লেনদেন, কাউন্টারে না টিকিট কাটা এবং যাত্রীদের সুবিধা বাড়াতেই এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পয়লা নভেম্বর থেকে রেলের সবকটি জোনে অ-শহরতলি সেকশনে অসংরক্ষিত টিকিট কাটার এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে, টিকিট সংগ্রহের জন্য এখন থেকে রেল যাত্রীদের আর লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে না। ২০১৪র ডিসেম্বর মাসে সেন্ট্রাল রেলের কয়েকটি নির্বাচিত স্টেশনে মোবাইলের মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট কাটার একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। পরে চেন্নাই, দিল্লি, কলকাতা ও সেকেন্দ্রাবাদের সমস্ত শহরতলির ট্রেনে ২০১৫-১৭'-র মধ্যে কাগজ বিহীন টিকিটের ব্যবস্থা চালু হয়। অ্যান্ড্রয়েড, আইওএল এবং উইন্ডোস ফোনে 'আটসনমোবাইল' অ্যাপের মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট সিজন টিকিট, প্ল্যাটর্ফম টিকিট কাটার ব্যবস্থা হয়।

গজলডোবায় আবার লগ্নি, আরও ১৪ কটেজ তৈরির পরিকল্পনা

স্টাফ রিপোর্টার: পর্যটকদের আগ্রহ দেখে গজলডোবায় আরও ১৪টি কটেজ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল পর্যটন দফতর। গজলডোবা থেকে মংপং এবং দোমোহনি পর্যন্ত বোটিং চালুর উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। শিলিগুড়ির কাছে মাটিগাড়ায় পর্যটন দফতর আয়োজিত এক সভায় ওই তথ্য জানিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী। এখন গজলডোবায় ৬টি রিসর্ট রয়েছে। পর্যটন দফতরে দাবি, এমনই চাহিদা যে উদ্বোধনের পর থেকে একটি রিসর্ট একদিনের জন্যও ফাঁকা থাকেনি। তাই বিনিয়োগের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়া শুরু হল। প্রথম পর্যায়ে তিনটি সংস্থাকে হোটেল তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্টার হোটেল,

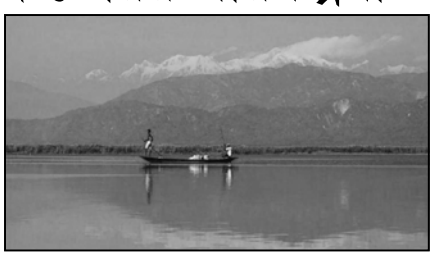

বাজেট হোটেল, ফুড কোর্ট, গলফ কোর্স, অ্যান্ড ইকো রিসর্ট' তৈরির অনুমতি দেওয়া হবে। এ দিনের সভাতেই 'সুমিত' এবং 'কানেকশন' গ্রুপ গজলডোবায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। শিলিগুড়ির দশ জন বিনিয়োগকারীও হোটেল এবং অন্য সহযোগী ব্যবসা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। পর্যটন মন্ত্রী বলেন, 'বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ আমাদের অনুপ্রাণিত করছে। চলতি মাসেই গজলডোবাকে নোটিফায়েড এলাকা ঘোষণা করা হবে। প্রস্তাবিত নোটিফায়েড এলাকায় ভ্রামরী দেবীর মন্দির এবং দেবী চৌধুরানীর মন্দিরও থাকবে।"

ম্যাগমা ফিনকর্প লিমিটেড - কিউ২ এফওয়াই

স্টাফ রিপোর্টার: মুম্বই ভিত্তিক নেতৃস্থানীয় সংস্থা, ম্যাগমা ফিনকর্প লিমিটেড ২০১৮ সালের কিউ২ এফওয়াই ফলাফল ঘোষণা করেছে, যা বিতরণ, মার্জিন এবং মুনাফাতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকেপ্রতিফলিত করে। ডিসেম্বরে ৩৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে, কোয়ার্টারের জন্য নেট সুদ মার্জিন (এনআইএম) ৭০ বিএসপি বেড়ে ৯ শতাংশ হয়েছে। গত বছরে একই সময়ের তুলনায় ২৯ শতাংশ। বেড়ে এইচটিএফওয়াই ১৯ ১৪০ কোটি টাকার দেওয়ার (প্যাট) পরে মুনাফা রেকর্ড করে ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কোম্পানির পরিচালনার অধীনে অ্যাসেটস (এএমইউ) ৬ শতাংশ ইয়ওয়াই ১৬,৬২৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানির নেট এনপিএ (অ কর্মক্ষম সম্পদ) গত বছরের একই সময়ের মধ্যে ৬.৮ শতাংশ থেকে ৪.৪ শতাংশ হ্রাস। সংস্থান কভারেজ অনুপাত (পিসিআর) আরামদায়ক ৫৬.৫ শতাংশ এ দাঁড়িয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসোসিয়েশনের পোর্টফোলিওতে কোম্পানিটি সর্বোচ্চ সংস্থানের সর্বোচ্চ ২.৫ শতাংশ এ একটিকে বজায় রাখে, এটি একটি সম্পদ মানের দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ শক্ত করে তোলে। ত্রৈমাসিকের জন্য অর্থ বরাদ্দ ২১

শতাংশ ওয়াইওওয়াই এর একটি শক্তিশালী বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে, বাণিজ্যিক যানবাহনগুলির জন্য ৬২ শতাংশ এবং ব্যবহৃত সম্পদ বিভাগের জন্য ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি দ্বারা চালিত। মর্টগেজ ব্যবসার ক্ষেত্রে, 'গো হোম লোন" এবং ''গো ডাইরেক্ট" কোম্পানির কৌশলটি মূল ঋণের মধ্যে তাৎক্ষণিক বৃদ্ধির সঙ্গে ২১৯ শতাংশ ওয়াইওওয়াই-এর বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে, যা ২২ বছরের তুলনায় কিউ২এফওয়াই১৯এ ৭৮ শতাংশ বছরের একই কোয়ার্টারে শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি ৯৩টি দেশের ১০টি রাজ্যে এখন গভীরতম উপস্থিতি সহ একটি জাতীয় সাশ্রয়ী মূল্যের হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানি হিসাবে নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য একটি রূপান্তরের মধ্যস্থলে রয়েছে। এসএমই ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মান বর্ধনকারী মান হিসাবে চলছে, যা আমরা প্রস্তাবিত পণ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ মুনাফা পোস্ট করে। এসএমই ব্যবসার পরিমাণ বেড়েছে ৬৭ শতাংশ ওয়াইওওয়াই দ্বারা বৃদ্ধি, উর্বর অবস্থানে বৃদ্ধি সঙ্গে দেখেছি। কোম্পানির প্রবৃদ্ধি এই গতির অবিরত আশা। কোম্পানিটি এমএসএমই-এর জন্য একটি ক্রেডিট ইঞ্জিন এবং ফিনটেক ভিত্তিক সমাধানের জন্য প্রযুক্তি বিনিয়োগ করছে।

জেনারেল ইন্সুরেন্স ব্যবসায়ে, ম্যাগমা এইচডিআই কিউ২এফওয়াই১৮-এর উপর জিডব্লিউপি তে ৬৮ শতাংশ অব্যাহত বৃদ্ধি নিবন্ধন করেছে। মোটর কোম্পানির শক্তি হিসাবে চলছে, পোর্টফোলিও ৭৮ শতাংশ অবদান। কোম্পানির শিল্প সর্বনিম্ন নিজের ক্ষতির হার অনুপাত এক। আইআরডিএআই প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ৩০ জুন ২০১৮-এ প্রকাশিত। ১০,০০০টি পলিসির প্রতি কম সংখ্যক গ্রাহক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানিটি শিল্পে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কোম্পানির পারফরম্যান্সের বিষয়ে মন্তব্য করে ম্যাগমা ফিনকর্প লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্জয় চামরিয়া বলেন, ''খুচরা ব্যবসায়ের তিন দশকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ম্যাগমা টেকসই দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসা এবং উপার্জন বৃদ্ধি বাড়িয়ে দেবে। মূল এনব্লার্স, যেমন- এবিএফ-তে আমাদের পণ্য মিশ্রণ পুনর্নির্মাণ, সাশ্রয়ী মূলধন ঋণ এবং সরাসরি হাউজিং সেগমেন্টে ফোকাস করা, অত্যন্ত লাভজনক এসএমই বুক তৈরি করা, বিমা ব্যবসার অর্থপূর্ণ বৃদ্ধি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, সমস্ত ব্যবসার মধ্যে পোর্টফোলিও গুণমান বজায় রাখা। বর্তমান তরলতা পরিস্থিতি এনবিএফসি ও এইচএফসিগুলিকে প্রভাবিত করে, মিঃ চামরিয়া উল্লেখ করেছিলেন, ''বর্তমানে বাজার অনিশ্চয়তার একটি পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, অজানা বৃদ্ধির ভয়, এটি একটি আত্মবিশ্বাসের বিষয়।"

পর্যটন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করতে ভারত-কোরিয়া মউ স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর: পর্যটন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করতে ভারত ও কোরিয়ার মধ্যে সমাঝোতাপত্র স্বাক্ষরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন জানিয়েছে। নতুন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত এই সিদ্ধান্তের ফলে দু-দেশের মধ্যে পর্যটন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কিত তথ্যের আদান-প্রদান ও দু-দেশের পর্যটন শিল্পে যুক্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ, যেমন- হোটেল ও ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা। পর্যটন ও আতিথিয়েতা ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহ এই ক্ষেত্রে মানবসম্পদ বিকাশে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে আদান-প্রদান ইত্যাদি।

এছাড়া পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে দু-দেশের ট্যুর অপারেটর, সংবাদমাধ্যম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একে অপরের দেশে সফর করবে। চুক্তিতে একে অপরের দেশের পর্যটন মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া সহ পর্যটনের প্রসারের লক্ষে বিভিন্ন স্থানের উন্নয়ন ও প্রচার সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এই চুক্তির লক্ষ্য দু-দেশেই নিরাপদ পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রসঙ্গত ভারত ও কোরিয়ার মধ্যে দৃঢ় কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এখন পর্যটনের ক্ষেত্রেও সহযোগিতা দৃঢ় করতে দু'টি দেশই আগ্রহী। পূর্ব এশিয়ার মধ্যে কোরিয়ার থেকে বহু পর্যটক ভারতে সফরে আসছে।

ঝাড়সুগাদা বিমানবন্দরের নাম বদলে বীর সুরেন্দ্র সাই করা হল

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর: দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওড়িশার ঝাড়সুগাদা বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে বীর সুরেন্দ্র সাই বিমানবন্দর, ঝাড়সুগাদা করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ওড়িশার বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন বীর সুরেন্দ্র সাই। তাঁর নামে ঝাড়সুগাদা বিমানবন্দরের নতুন নামকরণ হবার ফলে ওড়িশা সরকারের অনেকদিনের দাবি পূরণ হবে। স্থানীয় মানুষও বহুদিন ধরেই চাইছিলেন এই বীর সৈনিকের নামে বিমানবন্দরের নামকরণ হোক। এই নামকরণের ফলে ওড়িশার এই বীর সৈনিকের অবদানকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব হবে।